ইউএসবিবিএফ-এর (USBBF) উদ্যোগে বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

একুশ রিপোর্ট

গত ১৯ জুলাই, ২০০৮ লস এঞ্জেলেসের ডাউন টাউনে অবস্থিত হাবিব আমেরিকান ব্যাংকে ইউএসবিবিএফ-এর উদ্যোগে বালাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ, সম্ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগে স্থানীয় প্রবাসী ও এদেশীয় কোম্পানী বা ব্যক্তিদ্বয়কে সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও ওপেন মার্কেট নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্ট্রাল ক্যালিফোর্ণিয়া স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের লীড কনসালটেন্ট মুনীর হাসান খান। বাংলাদেশে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধকরনে রিয়েল এস্টেট, স্টক ব্যবসার উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন উইনার গ্রুপের এস ও ফারুক। অনুষ্ঠানে স্থানীয় দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও বিভিন্ন পেশার সুধীজন ছাড়াও লস এঞ্জেলেসের স্থানীয় বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল আবু জাফর উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইউএসবিবিএফ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্যাংকার ও নিউজ প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ।

মুনির হাসান খান ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে ছোট, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবাসীসহ আমেরিকার ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণে এই ধরণের বিজনেস ফোরামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝেও ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা ও নতুন নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে জীবনধারা পরিবর্তনের আকাংখা এবং তার মাঝে সৃষ্ট শূন্যতার মাঝেই ব্যবসার সুযোগ তৈরী হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি তার পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি নিয়ে সাধারণ ভাষায় তাত্ত্বিক বর্ণনা দেন। ব্যবসার সুযোগ তৈরীর জন্য বর্তমান ব্যবসার গতিধারার প্রতি দৃষ্টি, অনুসন্ধান ও গবেষণার উপরই সফল ব্যবসা শুরু এবং প্রসারণের সূত্র নিহিত আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে সার্কভুক্ত দেশগুলির আগ্রহের কারণে বঙ্গোপসাগরে গ্রোথ ট্রায়াঙ্গল সৃষ্টির মহা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রগতির কথা বললেন মুনির হাসান খান। দেশের জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা এখন অনেক দূরে নয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, প্রায় দুইশোর বেশী আমেরিকান কোম্পানী এখন দেশে ব্যবসা করছে। প্রবাসী আমেরিকান বাংলাদেশীদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্প নিয়ে আসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইউএনডিপি-র সূত্রে গ্রাম এলাকার জনগণের ডিসপোসেবল ইনকাম অনেক বেশী। দেশে অনেক সম্ভাবনাময় স্থানীয় বাজারে নতুন নতুন পণ্য ও সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। গার্মেন্টস, টেক্সটাইল শিল্পসহ এগ্রো বেসড প্রোডাক্ট, নন-ট্র্যাডিশনাল পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনে অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। দেশে এখন স্ট্রবেরী, কিউই ফ্রুট, অর্কিডের চাষ হচ্ছে এবং বিদেশে তা রপ্তানী হচ্ছে। এমন কি ৮ বিলিয়ন ডলার ইউএস ক্রোকোডাইল ইন্ডাস্ট্রীর ক্রোকোডাইল ফার্ম এখন বাংলাদেশে। মুনির হাসান খান সেন্ট্রাল ক্যালিফোর্ণিয়ার চারটি বিভিন্ন কাউন্টিতে কনসালটেন্ট হিসাবে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ ও ইউএস-এর ব্যবসায়ী সৈয়দ ওমর ফারুক রিয়েল এস্টেট, গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, ইকোনমিস্ট ও চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটির কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়াতে বসবাসরত ইউসি সান্তা বারবারা থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করেছেন। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, দেশে এখন বিনিয়োগের পরিবেশ বিরাজ করছে বিভিন্ন সেক্টরে। জিডিপি গ্রোথ সাউথ ইস্ট এশিয়ার যে কোন দেশ থেকে বেশী। সরকারের বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালার জন্য অনেক নতুন নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে। ব্লুমবার্গ ও ইউএস এর স্টক মার্কেট জায়েন্টরা এখন ঢাকা স্টক একচেঞ্জের দিকে তাদের পোর্টফোলিও খুলবার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এনআরবিদের জন্য স্টক মার্কেটে বিশেষ কোটা রাখা হয়েছে। এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড ১ ও ২ তে প্রচুর প্রবাসী সাড়া দিয়েছেন। এতে দেশে বিনিয়োগের পাশাপাশি অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্টক মার্কেটে বিনিয়োগে সারা বিশ্বের প্রবাসীদের জন্য গত বছর প্রথম এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়া হয়েছিল। লস এঞ্জেলেসের একুশ পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক ও ব্যবসায়ী জাহান হাসান প্রথম এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডে সর্বোচ্চ লট পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। এই বছর দেশের সর্ববৃহৎ ২য় মিউচুয়াল ফান্ডে তার বিনিয়োগের অবস্থান প্রথম দশ জনের মাঝে অষ্টম।

জাহান হাসানের সাথে মত বিনিময়ে এস ও ফারুক বলেন, ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রীর গ্রোথ অনেক বাড়ছে। দুবাইয়ের আরএকে গ্রুপ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রী ছাড়াও সোনাদিয়া দ্বীপে ট্যুরিস্ট রিসোর্ট তৈরীর জন্য ২ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে। সিলেটে ৫ তারা হোটেল, থীম পার্ক, শপিং মল বানানোর পরিকল্পনা করছে। সুন্দরবনে আমেরিকান মহিলার উদ্যোগে বিশাল রিসোর্ট তৈরীর পরিকল্পনা চলছে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান ইমেজ ক্রাইসিস কাটাতে হলে প্রবাসীদের পজিটিভ মনোভাব এবং কর্মপন্থা নিয়ে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানী সমস্যার সমাধানে তার কোম্পানী বায়ো-ডিজেল তৈরীর এক পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করেছে ইউএস থেকে বিশাল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণে বিনিয়োগ যাচ্ছে।

ইউএসবিবিএফ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট দেশে বিনিয়োগ এবং দেশের ব্যবসায়ীদের আমেরিকাতে ব্যবসা প্রসারে তার অর্গানাইজেশন সর্বাত্মক সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেশে ট্যাক্স হলিডে, বিনিয়োগের অর্থ থেকে উপার্জিত অর্থ আবার নতুনভাবে ট্যাক্স ফ্রী বিনিয়োগের সুবিধা ও এই দেশে নিবন্ধনকৃত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকরন ও স্থানীয় ব্যাংক লোন পাবার কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ দূতাবাসে ও স্থানীয় কনসাল অফিসের বিজনেস কনসুলারদের সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন।

ইউএসবিবিএফ-এর প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট মোঃ আহসান বাচ্চু স্থানীয় প্রবাসীদের ব্যবসায় বিনিয়োগের আগ্রহে অভিভূত এবং প্রতি দুই বা তিন মাসে এই ধরণের সেমিনারের আয়োজন করবেন বলে জানান। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর খালেদ গাজী ব্যবসা বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য ইউএসবিবিএফ-এর সাথে যোগাযোগ এবং মেম্বার হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

মুনির হাসান খান

ব্রিটিশ সংস্থার মতে সম্ভাবনাময় বিনিয়োগের দেশ বাংলাদেশ

রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে গেলে বিনিয়োগ আসবে ঃ এফবিসিসিআই

।। সাইদুল ইসলাম ।।

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছেন। ২০০৭ সালের তুলনায় চলতি ২০০৮ সালে বিদেশী বিনিয়োগের নিবন্ধন এক প্রকার তলানিতে এসে ঠেকেছে। বিনিয়োগ বোর্ডের হিসাব মতে ২০০৭ সালে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা মোট ১৪১টি বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধন করিয়েছিলেন। এতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ২ হাজার ২৭৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। আর ২০০৮ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মাত্র ১৩টি বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধিত হয়েছে। এসব প্রস্তাবে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ৪১৫ কোটি ১১ লাখ টাকা। এদিকে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব কমে গেলেও যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টর ক্রনিক্যাল (আইসি) বলছে অন্য কথা। সংস্থাটির মতে, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় ও উদীয়মান স্থান, বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো অবস্থান দেশটির রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য উদীয়মান ও আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে সংস্থাটি পাকিস্তান, ইউক্রেন, কাজাকস্তান, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং নাইজেরিয়ার নামও উল্লেখ করেছে।

বিনিয়োগ বোর্ডের দেয়া হিসাব মতে ২০০৭ সালে সবচেয়ে বেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়া। দু'দেশই ২০টি করে প্রস্তাব নিবন্ধন করে। এর মধ্যে চীন মোট ১৮৩ কোটি ৯৫ লাখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ১৭৫ কোটি ৫২ লাখ টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব দেয়। আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ১৩টি প্রস্তাবে ১৫৬ কোটি ৮৯ লাখ, যুক্তরাজ্য ৭টি প্রস্তাবে ৬০৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা, নেদারল্যান্ড ২টি প্রস্তাবে ১৯০ কোটি ৫৮ লাখ টাকা, সিঙ্গাপুর ৩টি প্রস্তাবে ১৪৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা, পাকিস্তান ৪টি প্রস্তাবে ৮৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা, জাপান ৬টি প্রস্তাবে ৯১ কোটি টাকা, ইটালী ৪টি প্রস্তাবে ৫২ কোটি, ভারত ১২টি প্রস্তাবে ৩০২ কোটি ১৮ লাখ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়। এছাড়া ২০০৭ সালে অষ্ট্রিয়া ১টি, কানাডা ২টি, ডেনমার্ক ৬টি, ফিনল্যান্ড ১টি, জার্মানী ৪টি, হংকং ৬টি, কুয়েত ১টি, মালয়েশিয়া ৬টি, ফিলিপাইন ১টি, পর্তুগাল ১টি, স্পেন ৭টি, সুইডেন ২টি, তাইওয়ান ১টি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ২টি বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা দেয়।

এদিকে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রস্তাবটি দিয়েছে কানাডা। মাত্র একটি প্রকল্পে তারা ৩৭০ কোটি ৯৫ লাখ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছে। এছাড়া ভারত ৩টি প্রস্তাবে ১৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা, ইটালী একটি প্রস্তাবে ২ কোটি ৯০ লাখ টাকা, জাপান ৪টি প্রস্তাবে ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা, পাকিস্তান একটি প্রস্তাবে দেড় কোটি টাকা, দক্ষিণ কোরিয়া একটি প্রস্তাবে প্রায় এক কোটি টাকা, সুইজারল্যান্ড একটি প্রস্তাবে ১১ কোটি ২৬ লাখ টাকা, তুরস্ক একটি প্রস্তাবে ২ কোটি ৯৭ লাখ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা দিয়েছে। ২০০৮ সালে এ পর্যন্ত জার্মানী, চীন, ডেনমার্ক, হংকং, জাপান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন বিনিয়োগ প্রস্তাব আসেনি।

বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব কমে যাওয়ার পেছনে দুইটি কারণকে সবচেয়ে বড় করে দেখছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি আনিসুল হক। ইত্তেফাককে তিনি বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাবে বিনিয়োগকারীরা শংকিত। গ্যাস সংযোগ দেয়া হবে না বলে সরকার যেভাবে ঘোষণা দিয়েছে তাতে বিদেশী কেন কেউ বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসার কথা নয়। তবে তিনি বলেছেন, জরুরি অবস্থা শেষে দেশ গণতন্ত্রে ফিরে গেলে বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পাবেন। তবে সর্বাগ্রে বিদ্যুৎ গ্যাসসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন।

এদিকে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টর ক্রনিক্যাল তাদের রিপোর্টে বলেছে, গ্রামীণ ফোনের মতো বিদেশী কোম্পানি পুঁজিবাজারে শেয়ার ছাড়ায় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারিকরণ করার ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক থাকায় এবং অব্যাহতভাবে ৭ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জন করার কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিদেশে মিশনগুলোকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব

ভিওবিডি, নিউইয়র্ক থেকে

বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলোকে ঢেলে সাজানো হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. ইফতেখার চৌধুরী। রবিবার তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে জানান, বিদেশে কর্মীদের শোষণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হচ্ছে কর্মীদের কল্যাণের ওপর। যেসব দেশে কর্মীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেখানেই কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টাকে জানানো হয়, এ বছর জনশক্তি রপ্তানির টার্গেট ৯ লাখ যার মধ্যে ৪ লাখ দক্ষ ও আধাদক্ষ। গত বছর যা ছিল ৮ লাখ ৩২ হাজার। ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত বছর রেমিট্যান্স এসেছিল ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার যা ছিল মোট জিডিপি'র ৭ ভাগ। একইসঙ্গে এটি বৈদেশিক সাহায্যের ৫ গুণ এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ১০ গুণ। আশা করা যাচ্ছে এ বছর ৯ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় দেশে আসবে। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা প্রণীত ৯ দফা কৌশলপত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে আরো গতি আনার লক্ষ্যে একটি ৩ বছরের মধ্যমেয়াদি কৌশল প্রণয়নের নির্দেশ দেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সেক্টরটি দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে ইতিমধ্যেই তা প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি বলেন, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ বিশেষ করে মঙ্গা-কবলিত অঞ্চলসমূহ থেকে আরো অধিক হারে জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশীরা মালয়েশিয়ায় 'অন অ্যারাইভাল' ভিসা পাবে

ঢাকা, জুলাই ২৭ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম) - এখন থেকে বাংলাদেশের নাগরিকরা মালয়েশিয়ায় 'অন এ্যারাইভাল' ভিসা পাবে। নতুন এ সুবিধার কারণে বাংলাদেশীদের মালয়েশিয়ায় যাবার জন্য আগে থেকেই ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

রোববার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশ হাই কমিশন জানিয়েছে, মালয়েশিয়া সরকার ২৭টি দেশের একটি তালিকা করেছে যাদের নাগরিকদের মালয়েশিয়ায় যাবার আগেই ভিসা নিতে হবে। বাংলাদেশ এ তালিকার বাইরে রয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশের নাগরিকরা মালয়েশিয়ায় পৌঁছে ভিসা (অন এ্যারাইভাল ভিসা) সংগ্রহ করতে পারবেন। আগে থেকে ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

পররাষ্ট্র এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ইফতেখার আহমদ চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিবৃতিতে জানানো হয়, 'এটি একটি সুখবর। বন্ধুত্বপূর্ণ মালয়েশীয় সরকারের দেওয়া এ সুযোগ কেউ যাতে অপব্যবহার না করে সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।'

এর আগে মালয়েশিয়ায় যাবার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের আগে থেকে ভিসা সংগ্রহ করতে হতো। নতুন এ ভিসা সুবিধার ফলে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মালয়েশিয়া যাবার ঝামেলা কমে আসবে। মালয়েশিয়ার সরকারের ছাড়পত্র পাওয়া ৮০ হাজার বাংলাদেশী কর্মীর সেদেশে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট তিন লাখ এক হাজার কর্মী মালয়েশিয়া গেছেন। ২০০৭ সালে সেখানকার প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ এক কোটি ৯৬ লাখ ১০ হাজার ডলার।

প্লট-ফ্লাট কেনাবেচা সংক্রান্ত অধ্যাদেশে নীতিগত অনুমোদন

ঢাকা, জুলাই ২৯ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)- বেসরকারি প্লট ও ফ্লাট বেচা-কেনায় হয়রানি বন্ধ করতে বিভিন্ন পর্যায়ে শাস্তির বিধান রেখে 'বেসরকারি প্লট ও ফ্লাট ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনা (রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট) অধ্যাদেশ ২০০৮' মঙ্গলবার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

অধ্যাদেশে নিবন্ধনহীন কোনো ডেভলপার ফ্লাট বা প্লট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিলে তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, সরকারের অনুমোদন ছাড়া রিয়েল এস্টেট মালিকরা ভূমি উন্নয়ন বা গৃহনির্মাণ করলে তিন বছরের জন্য কারাদণ্ডিত হবেন। একইসঙ্গে তাদের ১০ লাখ জরিমানারও বিধান রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অধ্যাদেশটিতে অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব সৈয়দ ফাহিম মুনয়েম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়ে বলেন, "এ অধ্যাদেশের পাশাপাশি 'বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট ১৯৫২', 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬', 'বেসরকারি আবাসিক ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪', 'প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০৪'-সহ গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ও বিধিমালা কার্যকর থাকবে বলে অধ্যাদেশটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।"

প্রেস সচিব বলেন, "সরকারের সঙ্গে নিবন্ধন ছাড়া কোনো ডেভলপার ফ্লাট বা প্লট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিলে তাকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি অনুমোদন ছাড়া রিয়েল এস্টেট মালিকরা ভূমি উন্নয়ন বা গৃহনির্মাণ কাজ শুরু করলে তাদের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ টাকা জারমানা করা হবে।"

অধ্যাদেশে ভূমি মালিকের সঙ্গে করা চুক্তি অনু- যায়ী কাজ শেষ না করলে ডেভলপারকে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্ধক রাখার তথ্য গোপন রেখে কোনো হাউজিং প্রজেক্টের ফ্লাট বা প্লট কারো কাছে বিক্রি করা হলে সংশ্লিষ্ট প্লট বা ফ্লাটের ডেভলপার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পাবেন। এক লাখ টাকা জরিমানাও দিতে হবে তাকে।

ফাহিম মুনয়েম জানান, ডেভলপারকে না জানিয়ে কোনো ক্রেতা অন্যের কাছে প্লট বা ফ্লাট বিক্রি করলে বিক্রেতাকে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পাশাপাশি ১০ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

এছাড়া, ক্রেতাকে নোটিশ না দিয়ে ফ্লাট বা প্লট বরাদ্দ বাতিল করলে ডেভলপার পাবেন এক বছরের দণ্ড। দু'লাখ টাকা অর্থদণ্ডও দেওয়া হবে তাকে।

প্রেস সচিব বলেন, "বৈঠকে এ্যাটর্নি সার্ভিস (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, বৈঠকে 'সার্ক কনভেনশন অন মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিট্যান ইন ক্রিমিনাল ম্যাটারস' এ স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আইনী সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে এবারের সার্ক সম্মেলনে এ প্রস্তাব স্বাক্ষর হবে।

www.Ekush.info
www.21tube.com
818-941-3876
jahan@ekush.info

ক্যাথিড্রাল সিটির মেয়র পদে পদপ্রার্থী বাংলাদেশী টি আহমেদ

একুশ রিপোর্ট

মূলধারার রাজনীতিতে আরেকজন বাংলাদেশীর নাম সংযুক্ত হলো। ক্যাথিড্রাল সিটির মেয়র পদে আগামী নভেম্বর নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। ক্যাথিড্রাল সিটি কোয়াচিলা ভ্যালীর অন্তর্ভূক্ত। এই ভ্যালী ক্যাথিড্রাল সিটি, কোয়াচিলা, ডেজার্ট হট স্প্রিংস, ইন্ডিয়ান ওয়েলস, ইন্ডিয়ো, লা কোয়েন্তা, পাম ডেজার্ট, পাম স্প্রিংস, রাঞ্চো মিরাজ নিয়ে গঠিত। পাম স্প্রিংস-এর পাশের সিটিই হলো ক্যাথিড্রাল সিটি। জনসংখ্যা ২০০৫ সালের এস্টিমেট অনুযায়ী ৬০ হাজারেরও উপরে। ক্যাথিড্রাল সিটিতে প্রতি বছর প্রচুর পর্যটক আসে। এই ভ্যালীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। ১৯৮০ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৮৫ হাজার, ১৯৯০ সালে ৪০০ হাজার। ২০০৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬১৫ হাজার। এই উন্নয়ন-মুখী ভ্যালীর একটি সিটির মেয়র হিসাবে দাঁড়াচ্ছেন বাংলাদেশী তাহসেন টি আহমেদ। ১৬ বছর আগে তিনি এই ভ্যালীতে মাইগ্রেট করেন। প্রথমদিকে কম্পিউটার ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন অনেকদিন। এখন বর্তমানে রিটেইল ব্যবসায় জড়িত আছেন।

২৩ বছর আগে কানাডা থেকে আমেরিকায় আসেন। তার পত্নী লোরা আহমেদ স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রবীণ রোটারিয়ান তাহসিন 'টি' আহমেদ ডিস্ট্রিক্ট ৫০৩০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ছিলেন ২০০৭-২০০৮ সনে। এখন ক্যাথিড্রাল সিটির রোটারী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তিনি আরও দুইজন নতুন মুখ নিয়ে গঠন করে TAG টীম। ডন থম্পসন ও রন গার্সিয়া এবং টি আহমেদ একসাথে ক্যাথিড্রাল সিটির উন্নয়নের জন্য এক মহাপরিকল্পনা দিয়েছেন স্থানীয় জনসাধারণকে ডন ও রন সিটি কাউন্সিলের জন্য দাঁড়াচ্ছেন।

টি আহমেদের একটাই মূল মন্ত্র যে ভাষা কোন বাধা নয়, সাহস ও সততা নিয়ে নিজের দেশকে সবখানেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের মেধা ও জনপ্রিয়তা যাচাই করবার জন্য তিনি সকল

টি আহমেদ ও তার কাজিন শামস চৌধুরী। ছবি-একুশ

একুশের ভিডিও দেখার জন্য
www.EkushTube.com
ক্লিক করুন।

সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স প্রদান করে ক্যালিফোর্ণিয়া

আইন প্রণেতাদের উদাসীনতার কারণে ক্যালিফোর্ণিয়ার লোকজনদের সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। যার ফলে ক্যালিফোর্ণিয়ার জনসাধারণের উপর শোষণমূলক আচরণ করা হচ্ছে। এতে ধনীরা আরো ধনী, মধ্যবিত্তদের অবস্থা দিন দিন করুণ হচ্ছে। একেতো দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সর্বোচ্চ পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে হিমশিম অবস্থা।

অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন, চমৎকার আবহ-াওয়ার কারণে ঘনবসতি, যে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে যদি কোথাও চলে যায় তাহলে আবার ফিরে আসছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার পরে অন্য যে স্টেটটি সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স দিচ্ছে তা হলো রোড আইল্যান্ড। যার ট্যাক্সের পরিমাণ ৯.৯% আর ক্যালিফোর্ণিয়ার হলো ১০.৩%। ট্যাক্সের পরিমাণ অরিগনে ৯.০০%, আইওয়ায় ৮.৯৮ %।

এক ব্যবসায়ী যার বয়স ৭০ বছর, তার স্টেট ট্যাক্সও অনেক বেশী। ৯.৩% থেকে ১১% এর একমাত্র কারণ হলো ডেমোক্রেটিকদের একঘুয়েমি। এখন বার বার ট্যাক্স বাড়ানোর জন্য ডেমোক্রেটরা চাপ দিচ্ছে বলে অনেকে ধারণা করছেন।

অনেকে প্রস্তাব করেছেন যে, ১৯৯৭-এর মতো করে বাজেট যদি পরিবর্তন করে তাহলে স্টেট ট্যাক্সও কমবে। আমরাও প্রত্যাশা করি যে তাই যেন হয়।

বাংলাদেশে মার্কিন জিএসপি সুবিধা অব্যাহত থাকবে

ঢাকা, ৫ জুলাই, ০৮ ঃ

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনকে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৪ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য আগের মতোই জিএসপি সুবিধা পাবে। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এন্ড কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন (AFLCIO) এর আগে বাংলাদেশকে দেওয়া জিএসপি সুবিধা স্থগিত করার আবেদন করেছিলো। মার্কিন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ফলে AFLCIO -র রিভিও প্রক্রিয়ার সময় আরো এক বছর বাড়লো। উপদেষ্টা বলেন, জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য সুখবর। এ সুবিধা আরো সম্প্রসারিত করার জন্য আমরা আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের সংগে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো। একই সাথে আমরা শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণের উপরে জোর দেবো যার ফলে বাজারে আমাদের পণ্যের প্রবেশাধিকারে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য শিশু শ্রমেরও শ্রমিক আইনের কারণে AFLCIO বাংলাদেশ থেকে আমদানী সুবিধা রহিত করার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসকে।

ডলারের দুটি বন্ডে বিনিয়াগকারীদের পাঁচজন সিআইপি হচ্ছেন

ঢাকা, জুলাই ২৯ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফের ডটকম)- ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়াগকারীদের প্রথমবারের মতো সরকার 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। সরকারের এ দুটি বন্ডে যে সব প্রবাসী বাংলাদেশী ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছেন এবং যাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ নেই তাদের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে বাছাই করে ২০০৮ সালের জন্য সিআইপি মনোনীত করেছে সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পাঁচ জনের নাম ঘোষণা করা হবে।

২০০২ সালে এ দুটি বন্ড চালু হওয়ার পর এতে বিনিয়োগকারীদের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রতি বছরই কয়েকজনকে সিআইপি ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু এতোদিন তা করা হয়নি। .পৃ..৮

ALWAYS STAND sumaiya BRAND
আলাদিন
Aladin Sweets & Market, Inc.
Largest Wholesaler in USA:
Frozen-Snacks & Foods / Sweet Water Frozen Fish
Bangladeshi Ethnic Dry Foods / Spices & Achars
Frozen Vegetables / Dry fish (Sutki Mach)
Call us now for your order.
Ask For Free Ekush Newspaper
(Your only Authentic News Source in West Coast)
ALADIN Sweets & Market
Importer, Wholesaler & Retailer
139 S. Vermont Ave, Los Angeles, CA 90004
Open: 7 Days 8AM-11:30 PM
Authentic Bangladeshi Halal Food & Sweets
213-382-9592 / 213-736-1800

INSURANCE
Salam Dharia
Agent / Broker
CA Ins. Lic. #0D08649
Call me for Auto, Home, Business, Worker's Compensation, Health & Life insurance products.
Tell: (213)-389-9999 (Office) (213)-407-4444 (Cell)
3434 W. 6th Street Suite 400-1 Los Angeles, CA 90020
E-mail: dhaka1214@sbcglobal.net

MANZUR MAX CHOWDHURY,
THE MOST BELOVED
INSURANCE AGENT IN TOWN.
FARMERS
Do you love your agent?
AUTO · HOME · LIFE · BUSINESS 1-800-660-5883

www.dhakatele.com
ENJOY PREPAID
CALL BANGLADESH
NobelCom
Rate: 3.9¢
www.dhakatele.com

বাংলাদেশীদের জন্যে বিশেষ সুলভ সেবার ব্যবস্থা
মনিকা মুস্তাফা, এম ডি
বোর্ড সার্টিফাইড ইন পেডিয়াট্রিকস
ইনল্যান্ড এ্যাম্পায়ার চিলড্রেন্স মেডিকেল গ্রুপ
Monika Mustafa, M.D.
Board Certified in Pediatrics
Inland Empire Children's Medical Group
8945 Magnolia Ave. #205, Riverside, CA 92503
Tel. (951) 689-9220 Fax. (951) 689-8377

লস এঞ্জেলেসে প্রবাসীদের প্রিয় - জনপ্রিয়তার শীর্ষে
পরদেশ রেষ্টুরেন্ট হালাল মীট ও গ্রোসারী
আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে..
▸উন্নত পরিবেশে রান্না খাবার ও পরিবেশন
▸মাছ, মাংস, গ্রোসারীসহ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সুলভমূল্য
▸ক্যাটারীংর সুব্যবস্থা ও ডেলিভারী...বেশী পাকিং
4205 1/2 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 90020 Tel: 213 380 4070 Cell: 213 842 6794

শিখা বুটিক -সৌন্দর্যের ভূবন
Shikha's Boutique
Shari, Salwar,Kameez & Jewelry
Mehendi/Henna Services
Farzana Ahmed
Shika (909) 823-3228 /
(909) 240-6069
Poonam/Rose
(310) 666-1636
10948 Daylilly St. Fontana, CA 92337

বিশ্বের যে কোন দেশে বিমান ভ্রমনের ব্যবস্থাপনায় আপনার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
TRAVEL INTERNATIONAL
18 Years Experience in travel Arrangement
(Domestic and International)
-All Air Lines
-Specializing Around the World
-Last Minute & Dis- count Tickets
-Lowest & Special Fair
For Your Complete Travel Service Call:
SAMUEL BISWAS
1-(800)-967-9906
(626)-798-9335
Fax: (626)-398-2451
1550 E. Elizabeth St.
Pasadena, CA 91104
E-mail: Travel8411@aol.com
আমাদের কাছে বাংলাদেশ থেকেও পৃথিবীর যে কোন দেশে ভ্রমনের জন্য টিকিট পাওয়া যায়।
সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা
শ্যামুয়েল বিশ্বাস
৬২৬-৭৯৮-৯৩৩৫